

লাক্সারি ড্রাপ

লাক্সারি ট্র্যাপ
তানভীর শাহরিয়ার রিমন

❀ তাম্রলিপি

লাক্সারি ট্রাপ

তানভীর শাহরিয়ার রিমন

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭০৯

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

নিয়াজ চৌধুরী তুলি

বর্ণবিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩৪০.০০

Luxury Trap

By: Tanvir Shahriar Rimon

First Published: February 2023 by A K M Tariquul Islam Roni

Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 340.00 \$12

ISBN : 978-984-97497-1-4

উৎসর্গ

রোকসানা শাহরিয়ার

পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের বিশালতা কিংবা সৌন্দর্য অনুধাবন
করা যায় না বরং সমতল থেকেই সবচেয়ে ভালো দেখা যায়
পাহাড়চূড়া। মানুষ হিসেবে তুমি কত বড় সেটা বুঝতে তাই আমি মাঝে
মাঝে তোমাকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে নিচে-সমতলে নেমে আসি।
তারপর বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে দেখি মানুষ হিসেবে কতটা উঁচুতে তুমি!

ভূমিকা

পরিবার, কর্মক্ষেত্র নিয়েই আমাদের জীবন। আমরা কেউ কেউ কাজকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে পরিবারকে ঠকাই, আবার কেউ কেউ উভয় জায়গাতেই ফাঁকি দিই। পরিবার আর কাজকে ব্যালেন্স করার কৌশল নিয়ে এই বইটি নয়। বরং কী করে আমরা পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং মহামূল্যবান জীবনকে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারি সেসব বিষয়কে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে বইটি লেখা। অবশ্যই লেখক হিসাবে আমি আমার জীবন দর্শন তুলে ধরেছি। আমি চলার পথে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষা অর্জন করেছি, সেসবই আমাকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আমি জীবনে বহু ফাঁদ দেখেছি, সেসব ফাঁদে পা না দিয়ে কী করে মহান আল্লাহর রহমতে নিজেকে রক্ষা করেছি, সেসব গল্পও আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার জীবনে পারিবারিক শিক্ষা, স্পিরিচুয়ালিটির শিক্ষা কীভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে জীবনের পারপাস নির্ধারণে সেসব গল্পও খুঁজে পাবেন বিভিন্ন চ্যাপ্টারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বইটিতে যে তিনটি অধ্যায় (জীবন, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্র) আমরা আলোচনা করেছি, তা পুরোপুরি বাস্তবিক, কোনো ফিকশন এখানে নেই।

এই যে চারপাশে নানা রকম অস্থিরতা, অবিশ্রান্ততা এর পেছনে কারণ কী? কারণ ট্র্যাপ-ফাঁদ! আমরা একটা গোলকধাঁধার মাঝে আছি, আমরা হিরা ভেবে কাচ তুলছি। মরুভূমিতে চিকচিক করা বালুকে স্বচ্ছ পানি ভেবে দৌড়াচ্ছি। এক ধরনের ভ্রম বা ইলুইশন সবখানে।

এই ভ্রম থেকে মুক্তির কী কোনো পথ আছে? জীবনে? পরিবারে? কর্মক্ষেত্রে?

আমরা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব, গল্প আকারে।

আপনি যদি জীবনে খুব ভালো মানুষ হতে চান এই বইটি আপনার জন্য।

সূচি

প্রথম অধ্যায় : জীবন	১১
ক্রেডিট কার্ড একটা লাক্সারি ট্র্যাপ	১৩
জীবনে কামের আনন্দই সব নয়!	১৯
কখনো অতীত ভুলে যাবেন না	২৪
কখনো হতাশা যেন ভর না করে	২৮
জীবনে মৌমাছির মতো হতে হবে!	৩০
মা-বাবার দোয়ায় মিরাকেল ঘটে	৩২
সুন্দর আচরণ এক ধরনের সদকা	৩৫
গৃহকর্মীরা পরিবারের সদস্য	৩৭
পৃথিবীতে তিন শ্রেণির মানুষকে মনে রাখতে হয়	৪০
আত্মার সবচেয়ে বড় অসুখ হিংসা!	৪২
আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে হবে	৪৬
সুন্দর ফেরি করতে হবে	৫০
হেরে গিয়েও জিতে যাওয়া যায়	৫৪
ঋণ মুক্তির গল্প	৫৯
দানে কমে না, বাড়ে বহুগুণে!	৬৫
নিষিদ্ধ সম্পর্ক থেকে বেঁচে থাকুন	৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবার	৭৩
তৃপ্তি-শান্তি তো শেকড়ে, মাটির সোঁদা গন্ধে	৭৫
শুধু ভালোবাসায় সম্পর্ক টেকে না	৭৮
সম্ভ্রষ্ট থাকার মাঝেই কল্যাণ	৮২
সম্পর্কের চেয়ে বড় কোনো সম্পদ নাই	৮৬
আলোকবর্তিকাময় মানুষ	৯০
প্রিয়জনদের জন্য সবচেয়ে দামি উপহার হলো সময়	৯৫

তৃতীয় অধ্যায় : কর্মক্ষেত্র	৯৯
মশারির বাইরে পা দেয়া যাবে না	১০১
ডোন্ট বি জাজমেন্টাল ইন অ্যা ন্যারো পার্সপেকটিভ	১০৫
সবসময় বিনয়ী থাকুন	১০৯
জীবনে মোটিভেশনের চেয়ে ট্রান্সফরমেশন গুরুত্বপূর্ণ	১১৩
পই পই করে কোনো লাভ নেই	১১৫
বড় হতে হবে নিজের কর্মগুণে	১১৭
দেশের নামেই হোক আমাদের পরিচয়	১২১
শুধু এমপ্যাথি বড় বিপজ্জনক!	১২৩
ডোন্ট বি অ্যা, ইয়েস বস টাইপ টিম প্লেয়ার!	১২৭
কখনোই কমপ্লাসেন্ট হওয়া যাবে না	১৩০
কমফোর্ট জোনটা ভেঙে দিন	১৩২

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ : ଜୀବନ

ক্রেডিট কার্ড একটা লাক্সারি ট্র্যাপ

২০২১ সালের মার্চের ঘটনা। রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে। আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় মোবাইলে ওসি সাহেবের ফোন আসল (সঙ্গত কারণেই তার নামটা গোপন রাখছি)।

আমি এত রাতে অপ্রত্যাশিত ফোন পেয়ে কিছুটা চিন্তিত মনে ফোন ধরে বললাম, ভাই, হ্যাঁলো...

ওসি সাহেব কুশলাদি বিনিময় শেষে বললেন, রিমন ভাই, আপনার এক ছাত্রকে আমার লোকজন ধইরা নিয়া আসছে?

— আমার ছাত্র? আমি একটু বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলাম।

— না মানে, আপনি যখন ভাসিটিতে পড়তেন তখন তাকে নাকি পড়াতেন। আমি কিছুটা আঁচ করতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম? তিনি নাম বললেন, আমার ধারণার সাথে মিলে গেল।

— তা ভাই, কী করেছে সে? সে তো ভালো চাকরি করে। বউ বাচ্চা নিয়ে সুন্দর জীবন তার। প্রায়ই তো ফেসবুকে দেখি এখানে ওখানে যাচ্ছে। বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে।

ওসি সাহেব হাসেন। ভাই ফেসবুকে যা দেখেন সব সত্য মনে করেন?

— মানে কী, আমি জিজ্ঞেস করি। আর তাকে ধরে নিয়ে আসার সাথে আমাকে ফোন করার কী সম্পর্ক?

— মানে আছে, ভাই। আর ফোন করার সম্পর্কও আছে। আগে মানেটা বলি। আপনার সেই ছাত্র ফুটানি মারাতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট

কার্ড ব্যবহার করেন। সেই কার্ডের কোনো পেমেন্ট উনি নিয়মিত করেন না। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে পার্সোনাল লোন নিয়েছেন, এরে ওরে জিম্মাদার বানিয়ে। সেগুলোর কিস্তিও দেন না। উলটা জিম্মাদাররা এখন বিপদে। উনার কাছ থেকে টাকা না পেয়ে জিম্মাদারদের এখন ব্যাংক খুঁজছে। আমরা অভিযোগ পেয়ে উনাকে তুলে আনি থানায়। কথা প্রসঙ্গে সে তার এই কান্ডের পেছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই দাবি করছিল, এবং সে যে খুব ভালো মানুষ সেটা নাকি আপনি জানেন। আপনার সাথে যে আমার সুসম্পর্ক আছে সেটাও সে জানে। তাই আপনার কথা বলল।

— আমি খুবই লজ্জা অনুভব করলাম। আমি ওসি সাহেব কে বলি, ভাই, ওকে আমি পড়িয়েছি তিন বছর। ক্লাস এইট থেকে ইন্টার ফাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। তার পারিবারিক অবস্থা তো ভালো ছিল। হঠাৎ করে সে এরকম আচরণ করছে কেন?

— হঠাৎ না, তার রেকর্ড ঘেটে যেটা দেখলাম, এটা তার শখে পরিণত হয়েছে। বউকে নিয়ে দামি রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া, ফেসবুকে আপলোড দিয়ে নিজের অভিজাত্য প্রকাশ করা এটা তাদের এক ধরনের নেশা। এটা যদি নিজের টাকায় করত তাহলে দোষের কিছু ছিল না। ধার করে ঘি ভাত খাওয়ার দশা ওর। আমি তার সাথে কথা বলেছি। সে বলছে, এটা তার স্ত্রীর উচ্চবিলাসের কারণে হয়েছে। তার স্ত্রীই তাকে পরের ধনে পোদ্দারি করতে বাধ্য করেছে।

আমি কথা আর বাড়লাম না। শুধু বললাম, ভাই, একটু দেখেন, যদি একটু মিমাংসা করে দিতে পারেন। ওর বাবা-মা কে আমি চিনি। উনারা খুব ভালো মানুষ।

এবার আমি একটু আমার নিজের কথা বলি। আমি কর্পোরেট পেশায় আছি ২০ বছর হলো। এই পেশাগত জীবনে কখনো কখনো ব্যাংক থেকে লোন করতে হয়েছে আমাকে। আল্লাহর রহমতে কোনোদিন একটি কিস্তিও ডিফল্টার হইনি আমি। এগারো বছর আগে যখন নিজের অ্যাপার্টমেন্টটি কিনি তখন একটি ব্যাংক থেকে ২০ বছর মেয়াদে হোম লোন নিয়েছিলাম। এই হোম লোনের বিপরীতে বিগত ১১ বছরে ব্যাংকে দেড়গুণ টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করার পরও এখনো দেখছি পরিশোধ যোগ্য বেশ বড়

প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট বাকি আছে। এই ১১ বছরে একটি কিস্তিও আমি বিলম্বে জমা দিই নাই।

আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে চারটি। সবগুলোর সম্মিলিত লিমিটও বেশ বড় অঙ্কের। আমি এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ ব্যবহার করার জন্য এই কার্ডগুলো ব্যবহার করি। এর বাইরে যা খরচ হয় তা নির্দিষ্ট ডেটে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অটো ডেবিট হয়ে যায়। এক টাকাও বকেয়া নেই কোথাও।

কথাগুলো এজন্য বলছি যে, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার একটা ফাঁদ। যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে না জানেন, তাহলে বিপদ! আপনি ভাবছেন আরে যা খরচ করছি মাস শেষে তার মিনিমাম পাঁচ শতাংশ পেমেন্ট করলেই তো হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনি যদি ফুল পেমেন্ট না করেন তাহলে চক্রবৃদ্ধির মতো ক্রেডিট কার্ডের সুদ বাড়তে থাকে। ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারীরা সাধারণত প্রতি মাসে ব্যালেন্স সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হলে সুদের চার্জ মওকুফ করে, কিন্তু মোট ব্যালেন্স পরিশোধ না করা হলে সাধারণত প্রতিটি কেনাকাটার তারিখ থেকে পুরো বকেয়া ব্যালেন্সের উপর পূর্ণ সুদ চার্জ করে থাকে তারা।

একটু উদাহরণ দিয়ে বলি, ধরেন আপনি মাসে ক্রেডিট কার্ডে ২০,০০০ টাকা খরচ করলেন। সেই বিল জেনারেট হয়ে আপনার কাছে আসার পর নির্দিষ্ট পেমেন্ট ডেটে যদি বিলটি সম্পূর্ণ পরিশোধ করে ফেলেন তাহলে কোনো সুদ চার্জ করা হবে না। কিন্তু আপনার বিলের মোট পরিমাণ থেকে যদি ১০০ টাকাও অপরিশোধিত থেকে যায়, পেমেন্ট প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়ের তারিখ থেকে পুরো ২০,০০০ টাকার উপর সুদ নেওয়া হবে। আর এই সুদের হার সত্যিই বড় চড়া! ব্যাংকের যত ঋণ প্রোডাক্ট আছে, তার মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের ঋণের সুদের হার সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে এটা আগে ২৪ থেকে ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০-এর অক্টোবর থেকে সব ধরনের ক্রেডিট কার্ডের সর্বোচ্চ সুদের হার ২০ শতাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তারপরও আমার কাছে মনে হয় এই রেট অনেক বেশি।

ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার এত বেশি কেন? কারণ এটা একটি আনসিকিউরড ঋণ। আপনি একটা প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করছেন, ভাবছেন খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে আপনাকে, অথচ এই কার্ডটি স্মার্টলি ব্যবহার করতে না জানার কারণে, অথবা বিলাসিতায় ব্যয় করার কারণে, ঠিক মতো পেমেন্ট না করার কারণে কত সহস্র জন যে কত বড় বড় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আহা, মানুষ!

ক্রেডিট কার্ডের এই ট্র্যাপ থেকে কীভাবে বাঁচবেন?

১ ক্রেডিট কার্ডের সুদের ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, সুদ মুক্ত সময়সীমার মধ্যেই (বিল পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ) সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দেয়া।

২ নিজের আয় বুঝে ক্রেডিট কার্ডে খরচ করতে হবে। নিজের সাধ্যের বাইরে খরচ করবেন না। ক্যাশ টাকা দিয়ে কিছু কিনতে অনেক সময় গায়ে লাগে, কিন্তু কার্ডে পেমেন্টের ক্ষেত্রে মনে হয়, আচ্ছা, আস্তে আস্তে দিব। এটাই ফাঁদ!

৩ ক্রেডিট কার্ডে ক্যাশ টাকা উত্তোলন করা যায়। এটাও একটা ফাঁদ। ক্যাশ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কোন সুদ মুক্ত সময় সীমা দেয় না। আপনি যখনই ক্যাশ তুলবেন, সেদিন থেকেই সুদ যোগ হতে থাকবে। ফলে কোনো ক্যাশ তোলা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনা শেয়ার করি। ২০২১ এর জানুয়ারিতে আমার মেন্টর চট্টগ্রামে আসলেন। এসে আমাকে বললেন, ইউ হ্যাভ টু (Two) সিডান (কার)। ইউ নিড টু টেক এ্যা SUV! আমার মেন্টর আমাকে আমাদের গ্রুপের একটা অসাধারণ এসইউভি MG HS নিতে সাজেস্ট করলেন-ইউ মাস্ট টেইক ইট, ব্রো!

আমি টেস্ট ড্রাইভে গেলাম স্ট্রীকে নিয়ে। ফ্লাই ওভারে উঠে তো মনে হলো পঞ্জিরাজে উঠে বসছি। কি স্পোর্টিং রে বাবা! প্যানারমিক সানরুফ দিয়ে মনে হয় পুরা আকাশ ঢুকে পড়ছে গাড়িতে।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এই গাড়িটা আমার চাই। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, কী, কেমন লাগল?

সে স্মিত হেসে বলল, ভালো। কিনে ফেলবা?

— হ্যাঁ, প্রিমিওটা বেচে দেই। প্রায় ১ বছর তো গাড়িটা বসেই আছে।

— হ্যাঁ, বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ থাকায় তো আর এটা ব্যবহারই হয়নি, সে বলল।

— তাহলে এটা বিক্রি করে আর কিছু টাকা যোগ করে এমজি নিয়েই ফেলি। শোনো, রেড কালারটা বেশি জোশ!

— হ্যাঁ, জোশ! মাথা নাড়ল আমার স্ত্রী। তবে আগে প্রিমিওটা বেচো।

আমি প্রিমিওটা বিক্রি করে দিলাম। নগদ টাকা যখন হাতে আসল, আমার স্ত্রীকে বললাম, লাল হস্টি তাহলে অর্ডার দিয়ে দিই?

আমার স্ত্রী বলল, শোনো, তোমার সাথে আমার কথা আছে। তারপর দু'মগ কফি বানিয়ে আমাকে নিয়ে সে ডিভাইনে বসল।

আমি যে কথাগুলো বলব তাতে তোমার মন খারাপ হতে পারে। কিন্তু তোমাকে মন দিয়ে শুনতে হবে, আমার স্ত্রী বলল।

আমি কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, কোন্ড কফি তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ বানাতে পারে না। তা বলো তোমার কথা, আমি পা ছড়িয়ে দিয়ে একটু আয়েশ করে বসলাম।

— দেখো, জীবনে প্রয়োজন আর বিলাসিতা দুটো ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের। কোভিড আমাদের কত কিছু শিখিয়েছে তাই না!

— আমি মাথা নাড়লাম।

— আমরা মাঝখানে চার মাস রেস্টুরেন্ট যাইনি। আমাদের কি সমস্যা হয়েছে? আমরা যে দেশের বাইরে বেড়াতে যাইনি, কোনো ক্ষতি হয়েছে? তোমার দুটো গাড়ি তুমি কত দিন চালিয়েছ গেল এক বছরে? তুমি যে দামি ঘড়ি কিনতে সেই ঘড়ি ভয়ে তো চার মাস হাতে দাওনি। প্যান্ট পরেছ অথচ ব্র্যান্ডের বেল্টগুলো পড়ে ছিল কাবার্ডের ভেতরে।